প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **জয়পুরহাট**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৪ টি (এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে ছোট্ট ঢিবি**		**পাঁচবিবি**	২৫.১৯৩৮৭° উ: ৮৯.০৭০১২° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৫)	তুলসী গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে যে অসংখ্য প্রাচীন ইমারত ছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় সেখানে অবস্থিত বেশ কয়েকটি প্রাচীন ঢিবি ও প্রায় ০২ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে স্থানে স্থানে ইট, পাথর ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশের অস্তিত্ব দেখে। নদী তীর থেকে অল্প দূরে অবস্থিত ঢিবিগুলো জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। একটি ঢিবির উপর পড়ে আছে ৪ মিটার দীর্ঘ ধূসর বর্ণের এক খন্ড গ্রানাইট পাথর। কোনো ইমারতের 'লিন্টেল' বলে অনুমিত এ প্রস্তর খন্ডে যে উৎকৃষ্ট কারুশিল্পের নিদর্শন আছে। অন্যান্য ঢিবির উপরেও বড় বড় প্রস্তরখন্ড দেখা যায়।
২.	**নওপুকুরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ**		**পাঁচবিবি**	২৫.১৯৮৯৫° উ: ৮৯.০৬৩৬২° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৬)	একই স্থানে ৯টি বিরাট জলাশয় আছে বলে এ স্থানের নাম নওপুকুরিয়া। জলাশয়গুলো অত্যন্ত প্রাচীন এবং আকারে এত বৃহৎ যে, এগুলোকে পুকুর না বলে দিঘি বলাই অধিক সঙ্গত। দিঘিগুলোতে ইট ও পাথর দিয়ে বাঁধান ঘাটের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। দিঘিগুলোর পাড়ে ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইট ও পাথরের তৈরি অসংখ্য ইমারতের ভিত্তি চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে ইট ও মৃৎপাত্রের অজস্র ভগ্নাংশ। একটি সুবৃহৎ ইমারতের ধ্বংসাবশেষকে ধনভান্ডার বলে চিহ্নিত করা হয়। এখান থেকে কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে বলে জানা গেছে।
৩.	**উছাই গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ (মহীপাল)**		**পাঁচবিবি** পাথরঘাটা	২৫.১৯৮৭৪° উ: ৮৯.০৬০৭৮° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৭)	উছাই গ্রামে বিস্তৃত এলাকা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব দেখা যায়। মহীপুর নাম এবং এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন থেকে এ স্থানটি পাল নৃপতি প্রথম মহীপালের (৯৮৮-১০৩৮ খ্রি:) সাথে সম্পর্কিত বলে অনেকের ধারনা। এখানে ব্যবহৃত পাথরখন্ডগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই গ্রানাইট পাথর। মহীপালের নামের সাথে জড়িত দু'টি দিঘির মধ্যবর্তী ধ্বংসস্তুপ নামে পরিচিত এ ঢিবিটির উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। সমগ্র ঢিবির উপরে বর্তমানে ইট, পাথর, ইটের টুকরো ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়।
৪.	**কাশিয়া বাড়ি ঢিবি** (কাশিয়া বাড়ি ধাপ)		**পাঁচবিবি** পাথরঘাটা	২৫.২০০৫২° উ: ৮৯.০৭৮০৭° পূ:	প্রজ্ঞাপন অস্পষ্ট (সুত্র: প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৯, ক্রমিক নং-১৫৮)	কাশিয়া বাড়ি ধাপ তুলসী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত এ ঢিবির ব্যাস প্রায় ৭০ মিটার ও উচ্চতা প্রায় ৫ মিটার। বর্তমানে টিকে থাকা এ ঢিবির উপরে প্রচুর প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ছাড়া ইট নির্মিত প্রশস্ত প্রাচীরের চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখা যায়। ঢিবির উপরে আছে কয়েকটি বট ও অশ্বত্থ গাছ। এখানে বিভিন্ন ধরনের পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হতে জানা যায়।